নয়া দিগন্ত

নতুন প্রজাতির ধান বদলে দেবে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকের ভাগ্য

● **খালিদ সাইফুল্লাহ** *বরিশাল*

বরিশালসহ দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা প্রতি বছর জলোচ্ছ্বাস, উঁচুজোয়ার আর নিচু জমিতে দীর্ঘ দিন পানি জমে থাকার কারণে ধানের চারা নষ্ট হয়ে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। অনেকেই আমন চাষ করে মূলধনও ঘরে তুলতে পারছেন না।

বরিশাল সদর উপজেলার চরবদনা গ্রামের কৃষক সাইফুল ইসলাম বলেন, আমাদের জমি নদীর কাছে। নিচু জমি হওয়ায় আমন চাষ করে কোনোদিন ভালো ফলন পাইনি। এমন বীজও ছিল না, যা সারা বছর পানিতে থাকা জমিতে চাষ করে ফসল পাওয়া যাবে। সম্প্রতি দীর্ঘ গবেষণার পর কৃষি বিজ্ঞানীরা এসব সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন।

নতুন প্রজাতির উপকূল সহনশীল ধান পরিচর্যা করছেন কৃষকরা ■ নয়া দিগন্ত

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রায় দুই দশকের গবেষণার পর উদ্ভাবন করেছে নতুন প্রজাতির উপকূল সহনশীল ধান 'ব্রি-১০৯'। এটি ইতোমধ্যেই মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হয়েছে। আশার কথা হলো, প্রথম বছরেই স্থানীয় জাতের তুলনায় দ্বিগুণ ফলন এসেছে এই নতুন জাতের ধানের আবাদ থেকে।

ব্রি'র বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রেজোয়ান বিন হাফিজ প্রান্ত জানান, ব্রি-১০৯ হলো বিশেষভাবে বরিশাল অঞ্চলের জন্য উদ্ভাবিত ধান। এটি জলমগ্নতা সহনশীল। নিচু জমিতে ধানের চারা সাধারণত দ্রুত পচে যায়। কিন্তু ব্রি-১০৯ প্রজাতির চারা টানা ২১ দিন পানির নিচে থাকলেও নষ্ট হয়ে বা পচে যায় না।

ব্রি'র সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. হাসিনা খাতুন বলেন, এই ধানের ফলন স্থানীয় জাতের দ্বিগুণ। গত বছর আমরা কিছু কৃষককে বীজ দিয়েছিলাম। তারা আশানুরূপ ফলন পেয়েছেন। এজন্য এ বছর কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে।

বরিশালের সাতানি গ্রামের কৃষক মকবুল হাওলাদার জানান, গত বছর ব্রি থেকে সংগ্রহ করা এই জাতের বীজ দিয়ে তিনি ধানের চাষ করেছিলেন। বন্যায় ক্ষেত ডুবে গিয়েছিল, তবুও ভালো ফলন পেয়েছেন তিনি। তাই এবারো একই জাতের ধান বপন করেছেন তিনি।

আরেক কৃষক শাহ আলম বেপারী বলেন, নতুন জাতের ধান চাষ করে মোটামুটি ভালো ফলন পেয়েছি। এবারো এই জাতের ধানের চারা রোপন করেছি। যদি ফলন ভালো হয় তাহলে আর স্থানীয় জাত লাগাব না।

বরিশাল বিভাগের ছয় জেলায় ইতোমধ্যে প্রায় দেড়শ কৃষক ব্রি-১০৯ চাষ করছেন বলে জানিয়েছেন ব্রি বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আশিক ইকবাল। তিনি বলেন, আমরা বরিশাল অঞ্চলের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে উপযোগী ধানের জাত খুঁজছিলাম। অবশেষে ২০০২ সালে শুরু করা গবেষণার সাফল্য এসেছে। ব্রি-১০৯ শুধু টিকে থাকবে না, স্থানীয় জাতের তুলনায় দ্বিগুণ ফলন দেবে। এটি দক্ষিণাঞ্চলের কৃষির জন্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকেরা দীর্ঘ দিন ধরে জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা আর খারাপ আবহাওয়ার কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অনেক সময় ঋণ করে আবাদ করেও লোকসান গুনতে হয়েছে তাদের। কিন্তু নতুন এই জাত যদি প্রত্যাশিত ফলন দেয়, তাহলে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কৃষিতে ফিরে আসবে স্থিতিশীলতা। কৃষিবিদরা মনে করছেন, ব্রি-১০৯ কেবল একটি নতুন ধানের প্রজাতিই নয়, এটি দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের দীর্ঘ দিনের হতাশা কাটিয়ে ভাগ্য বদলের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।